তিনটি রাস্তার শিলান্যাস

ধূপগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ পুজোর মুখে একসঙ্গে তিনটি রাস্তার শিলান্যাস করল জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ। বুধবার ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জেলাপরিষদ সদস্য ধজেন রায়, সদস্যা মমতা সরকার বৈদ্য, ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায় ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনেশ মজুমদারের উপস্থিতিতে রাস্তাগুলির শিলান্যাস হয়েছে। বারোঘরিয়া থেকে দামবাড়ি পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, ঝুমুর সেতু থেকে ভেমটিয়া পর্যন্ত ৩.২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা এবং পাকাধরা মোড় থেকে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি পর্যন্ত ৪.২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বুধবার থেকেই কাঁচা রাস্তাগুলি পাকা করার কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে, পুজোর মুখে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরা। জেলাপরিষদের সদস্য ধজেন রায় বলেন, 'প্রতিটি কাজ শেষ করার জন্য তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে।'

বৃদ্ধাকে সাহায্য

রাজগঞ্জ, ১০ অক্টোবর ঃ ফুলবাড়ির অসহায় বৃদ্ধা মিনতি বর্মনকে পুজোর পোশাক কিনে দিলেন শিলিগুড়ির সমাজকর্মী মদন ভট্টাচার্য। সেই সঙ্গে পুজোর দিনগুলিতে যাতে ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন সে জন্য অর্থ সাহায্য করেন। এছাড়া রান্নার সুবিধার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার কেনার অর্থ দিয়েছেন। ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলার ৭০ বছরের বৃদ্ধা মিনতিদেবীর কেউ নেই। বয়সের ভারে কর্মক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি চলাফেরার ক্ষমতাও কার্যত হারিয়ে ফেলেছেন। কয়েক বছর থেকে মিনতিদেবীর ভরণপোষণ বহন করে চলেছেন মদনবাবু।

রক্তদান শিবির

ধূপগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ পুজোর আনন্দের মধ্যে ব্লাড ব্যাংকে যাতে রক্তের সংকট দেখা না দেয় সেজন্য ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর উদ্যোগ নিল। এই লক্ষ্যে বুধবার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বুধবার। স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন, 'সারা বছরই বিভিন্ন ক্লাব রক্তদান শিবির করে। কিন্তু বর্তমানে ক্লাবগুলি পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। সেই কারণেই সরাসরি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা রক্তদান শিবির করলেন।' ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শিবিরে ৭০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে।

বস্ত্র বিলি

ধূপগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের পুজো উপলক্ষ্যে নতুন বস্ত্র দিলেন ধূপগুড়ি থানার আইসি ও বিধায়ক। বুধবার আইসি সুবীর কর্মকার ও বিধায়ক মিতালি রায় সহ অন্যরা কালীরহাট দীনেশ চন্দ্র মেমোরিয়াল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে গিয়ে দৃষ্টিহীন কিশোর-কিশোরীদের নতুন জামাকাপড় দিয়েছেন। স্কুলের পক্ষ থেকে নিলয় রায় বলেন, অনেক সহৃদয় মানুষ এগিয়ে এসেছেন। এবার যদি কেউ পড়ুয়াদের জুতো দেন তাহলে অনেকটাই উপকার হয়।

পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ সেবক রোডে একটি স্কুটি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিন ব্যক্তি। বুধবার রাত ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, স্কুটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে। আরোহী তিনজনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৮৩.৯৮
ডিজেল টাঃ ৭৬.১০

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

১০ অক্টোবরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৩.৯	২৫.৩
শিলিগুড়ি	৩১.০	২১.৪
জলপাইগুড়ি	৩১.১	২০.২
কোচবিহার	৩১.২	১৯.৬
আলিপুরদুয়ার	৩১.১	১৯.৩
মালদা	৩৩.১	২৪.৬
রায়গঞ্জ	৩২.৭	২৩.৪
গ্যাংটক	১৯.৮	১৩.৪

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ।

বিন্দু বিসর্গ

শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ

বাগানে অন্তর্বর্তী বর্ধিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না

শুভজিৎ দত্ত ● নাগরাকাটা

১০ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করলেও ডুয়ার্সের বেশকিছু চা বাগান অন্তর্বর্তীকালীন বর্ধিত মজুরি দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করল শ্রমিক সংগঠনগুলি। ওই বাগানগুলিতে এখনও ১৫৯ টাকা দৈনিক মজুরিই দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক সংগঠনের দাবি অনুযায়ী, এইরকম বাগানের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি শ্রম দপ্তরের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে একটি শ্রমিক সংগঠন। চা বাগান মালিকদের সংগঠনগুলি অবশ্য জানিয়েছে, এমন কোনো অভিযোগ তাঁদের কাছে এখনও আসেনি। শ্রম দপ্তরের বক্তব্য, বিষয়টি লিখিতভাবে জানানোর জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে বলা হয়েছে। তবে এখনও কেউ অভিযোগ জমা দেয়নি। বর্তমানে বাগানগুলিতে পুজোর বোনাস দেওয়া শুরু হওয়ায় এখনই আন্দোলন শুরু করতে চাইছে না শ্রমিক সংগঠনগুলি। পুজোর পর এই ব্যাপারে আন্দোলনে নামার কথা জানিয়েছে একাধিক শ্রমিক সংগঠন।

শ্রম দপ্তরের জারি করা মেমোরান্ডাম অনুযায়ী, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রমিকদের মজুরি ১৫৯ টাকা থেকে ১৬৯ টাকা হওয়ার কথা ছিল। পাশাপাশি চলতি ১ অক্টোবর থেকে মজুরি আরও ৭ টাকা বেড়ে ১৭৬ টাকা হওয়ার কথা। কিছু বাগান বর্ধিত হারে মজুরি চালু করলেও বেশিরভাগ বাগানেই তা চালু হয়নি– যা সরাসরি রাজ্যের নির্দেশ অমান্য করা বলে শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠন তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি নকুল সোনার বলেন, 'কিছু বাগান যে এখনও রাজ্যের নির্দেশ মোতাবেক বাড়তি মজুরি দিচ্ছে না, তা ২৫ সেপ্টেম্বর ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ডাকা সভায় সরকারের কাছে জানানো হয়েছে। অক্টোবর মাসেও যদি একই পরিস্থিতি চলে, তাহলে নভেম্বরে এই নিয়ে ফের আন্দোলন শুরু হবে।'

> 'সরকারি নির্দেশ অমান্য করে যদি কোনো বাগানে বর্ধিত হারের মজুরি না দেওয়া হয় তাহলে সেই বাগানের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে। তাহলেই পদক্ষেপ করা হবে।
> – চন্দন দাশগুপ্ত
> *জয়েন্ট লেবার কমিশনার*

চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি বৃদ্ধি আমাদের দাবি নয়। তবু সরকার যখন এটা করেছে, মালিকরা নির্দেশ অমান্য করার সাহস আর দেখাবেন না বলেই আশা করি।'

ফোরামের অপর আহ্বায়ক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'যতটা পারা যায় দেরি করে শুখা মরশুম পার করে দেওয়া এক শ্রেণির বাগান মালিকদের উদ্দেশ্য। শুধু শ্রমিকদেরই নয়, বাগানের বাবু স্টাফ ও সাব স্টাফদেরও এখনও অন্তর্বর্তী বেতনবৃদ্ধি হয়নি।' তৃণমূল কংগ্রেসের একত্রীভূত চা শ্রমিক সংগঠন চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের অন্যতম শীর্ষ নেতা বাবলু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অনেক বাগান এখনও মজুরি বাড়ায়নি। পুজোর পর ওই সমস্ত বাগানের তালিকা তৈরি করে তা শ্রম দপ্তরের কাছে জমা দেব।'

মালিকদের সবচেয়ে বড়ো সংগঠন ডিবিআইটিএ-র সম্পাদক সুমন্ত গুহঠাকুরতা বলেন, 'আমাদের কাছে যা হিসেব আছে তাতে সিংহভাগ চা বাগানেই সরকারি নির্দেশ মেনে মজুরি দেওয়া হচ্ছে। তবুও সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাই)-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, 'সেপ্টেম্বরে ১৬৯ টাকার পর অক্টোবরে ১৭৬ টাকা মজুরি দেওয়া হচ্ছে। তবুও সব কিছু আবার খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে।' ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টেশন অফ ইন্ডিয়ার (আইটিপিএ) উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের সদস্যভুক্ত বাগানগুলির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছে মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।' শ্রম দপ্তরের উত্তরবঙ্গের জয়েন্ট লেবার কমিশনার চন্দন দাশগুপ্ত বলেন, 'সরকারি নির্দেশ অমান্য করে যদি কোনো বাগানে বর্ধিত হারের মজুরি না দেওয়া হয় তাহলে সেই বাগানের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে। তাহলেই পদক্ষেপ করা হবে। যদিও কেউই এখনও তা দেয়নি। তবে আমরা সবকিছুই নজরে রাখছি।'

দোকান সামলে প্রাণীবিদ্যায় সেরা জলপাইগুড়ির সৌরভ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ মায়ের সঙ্গে মুদির দোকান চালিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের ছাত্র সৌরভ সরকার। শহর সংলগ্ন দশদরগা গ্রামের বাসিন্দা এই কৃতী ছাত্র বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি পড়ছেন। গতবছর প্রাণীবিদ্যা বিভাগে ৭৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে সৌরভ প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ২০১২ সালের ৮ জুন তাঁর বাবা বিভূতি সরকার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সেই সময় সৌরভ একাদশ শ্রেণির ছাত্র। দশদরগা বন্দরে সৌরভের বাবার মুদির দোকান ছিল। বাবার মৃত্যুর পর দোকান সামলাতে মাকে সহায়তা করতে হয় সৌরভকেই। দোকানদারির পাশাপাশি রাত জেগে পড়াশোনা করেছেন তিনি।

রাজগঞ্জের প্রণবানন্দ সেন্টেনারি শিক্ষায়তন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র হিসাবেই। উচ্চমাধ্যমিকে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৭৭ শতাংশ। ছেলের সাফল্যে মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে অভিজ্ঞানপত্র নেওয়ার সময় সমাবর্তনের অনুষ্ঠানে মা নীলিমা সরকার উপস্থিত ছিলেন। ছেলের পদক জয়ের আনন্দে আত্মহারা তিনি। ভালো ফল করার জন্য সৌরভকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আব্দুর রাজ্জাক। দশদরগা গ্রামের কৃষকদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই কৃতী ছাত্রটিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাস্তার ধারেই দশদরগা। এখানকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর এই গ্রাম।

সৌরভকে ঘিরে পুজোর আনন্দ আরও বেড়েছে গ্রামজুড়ে। গ্রামবাসী ফাহাজউদ্দিন মহম্মদ বলেন, 'সংগ্রাম করে যে সাফল্য পাওয়া যায় তা দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের সৌরভ। গ্রামের অহংকার ও।'স্বামীর অবর্তমানে সংসারের হাল ধরেছেন নীলিমাদেবী। দুই ছেলে সৌরভ এবং কিংশুকের পড়াশোনায় যাতে কোনো ছেদ না পড়ে তার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। নীলিমাদেবী বলেন, 'স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথমে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। গ্রামের মানুষের সহায়তায় ব্যবসায় সাফল্য পাওয়ায় ছেলেদের পড়াশোনায় ছেদ পড়েনি। সৌরভ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছে। আজ এই খুশির দিনে ওর বাবা নেই। বাবা জীবিত থাকলে দারুণ খুশি হতেন।' পলিটেকনিকের ছাত্র কিংশুকও দাদার সাফল্যে গর্বিত। সে বলে, 'দাদাকে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হচ্ছে।' সৌরভ বলেন, 'দশদরগার দোকান আমার কাছে মন্দিরের সমান। আমাদের পরিবারের অন্নসংস্থানের পাশাপাশি লেখাপড়ার সমস্ত রসদ দোকান থেকেই আসে। দোকানদারি করতে ভালোই লাগে। তবে, আগামীদিনে আমার লক্ষ্য অধ্যাপনা করা। এমএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রাণীবিদ্যায় গবেষণা করব।'

দশদরগা গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বাস করেছেন জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের বর্তমান সহসভাধিপতি দুলাল দেবনাথ। দুলালবাবু সৌরভের বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বন্ধুর ছেলের সাফল্যে গর্বিত তিনিও। দুলালবাবু জানিয়েছেন, 'কৃতী এই ছাত্রটিকে আমরা সংবর্ধিত করব।'

ডিআই অফিসের সামনে বিক্ষোভ

কোচবিহার, ১০ অক্টোবর ঃ বিভিন্ন দাবিতে কোচবিহারে বিক্ষোভ আন্দোলন করল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল অ্যান্ড মাদ্রাসা ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে তাঁদের যে ধরনের এবং যে পরিমাণ কাজ করতে হয়– তার তুলনায় তাঁদের বেতন খুবই কম। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আর্থিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সংগঠনের তরফে তমাল চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ রায়, মফিজুল মিয়াঁ জানান, অবিলম্বে স্কুল ও মাদ্রাসার করণিক পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক করা, স্কুল ও মাদ্রাসার করণিকদের পদটি উচ্চমাধ্যমিক ও প্রশিক্ষিত (কম্পিউটার) বিবেচনা করে বেতনক্রমের পুনর্বিন্যাস করার দাবি তাঁরা রেখেছেন। পরে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন তাঁরা। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, 'স্মারকলিপি পেয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি

৫০৯ বছরের দুর্গাপুজোর সূচনা

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর সূচনা হল বুধবার। এদিন ভোরে প্রতিপদের নির্ঘণ্টে রাজপরিবারের প্রতিনিধি প্রণত বসুর অনুমতি নিয়ে ঘটপুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন পুরোহিত শিবু ঘোষাল। মহালয়ায় কালীপুজো হয়েছে রাজবাড়িতেই। এদিন কালীমন্দিরেই দুর্গার বন্দনা শুরু হল। এই ঘটেই দশমী পর্যন্ত পুজো হবে।

কালীমন্দিরের পাশেই রাজবাড়ির বিস্তৃত পরিসরের দুর্গামন্দির। মন্দিরে তপ্তকাঞ্চনবর্ণের দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল। বৈকুণ্ঠপুর তথা জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপ্রতিমাটি একচালা। যে পাটাতনে একচালাটি গড়ে ওঠে সেটি আসলে একটি রথ। পাটাতনরূপী এই রথে রয়েছে চারটি চাকা। দেবীমূর্তিতে এখন রংয়ের কাজ চলছে। একচালার মধ্যে দুর্গা মূর্তির সঙ্গে রয়েছেন গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং তাঁদের বাহনরা। পাশাপাশি জয়া, বিজয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহামায়ার মূর্তিও রয়েছে। এই দেবীমূর্তির বিশেষত্ব হল, সিংহের পাশাপাশি বাঘের উপস্থিতি। রাজপরিবারের রীতি অনুসারে ষষ্ঠীতেই দেবীর গলায় স্থান পাবে নবরত্নের অলংকার। জন্মাষ্টমীর পর নন্দ উৎসবের দিন কাদাখেলার প্রচলন রয়েছে রাজবাড়িতে। সেই কাদা তুলে রাখা হয়। মনসাপুজোর পর সেই মাটির সঙ্গে এঁটেল মাটি মিশিয়ে দেবীপ্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু করেন মৃৎশিল্পী।

রাজবাড়ির পুজো এবারে ৫০৯ বছরে পদার্পণ করেছে। এই পুজোর সাক্ষী হতে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বটেই, বিদেশের বহু দর্শনার্থীও সমবেত হন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহ ও বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শিষ্য সিংহ দুজনে মিলে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের পুজোর সূচনা করেন। কারও মতে, তাঁরা বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ভগবতীর মূর্তি গড়ে পুজো শুরু করেছিলেন। আবার কারও মতে, দুই রাজকুমার অসমের চিকনা জঙ্গলে ময়না কাঠ পুঁতে দুর্গাপুজো করেছিলেন। এখানে পুজো হয় কালিকাপুরাণ মতে। ইতিহাসে অষ্টমীর গভীর রাতে নরবলির কথাও লেখা আছে। বর্তমানে চালের গুঁড়ো দিয়ে মানুষের প্রতিকৃতি বানিয়ে কুশ দিয়ে বলির প্রতীকী আয়োজন করা হয়। একেই বলা হয় অর্ধরাত্রিপুজো। আগে অষ্টমী ও নবমীতে রাজবাড়ি চত্বরে মেলাও বসত। প্রতি বছরই দশমীর দিন সিঁদুরখেলায় মহিলাদের ভিড় উপচে পড়ে রাজবাড়িতে।

> রাজবাড়ির পুজোতে বলি হয় প্রতিবছরই। সপ্তমীতে পাঁঠাবলি হবে। অষ্টমী ও সন্ধিপুজোতেও পাঁঠাবলি বাধ্যতামূলক। রাজবাড়ির পুজোর নিয়ম অনুসারে সপ্তমীর শেষে অষ্টমীতে পদার্পণের পর অর্ধরাত্রিতে পুজো হবে। নবমীতে দেবীর উদ্দেশে পাঁঠা, হাঁস, পায়রার পাশাপাশি চালকুমড়ো ও আখ বলি দেওয়া হয়।

পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, 'আজ থেকেই ঘটের সামনে চণ্ডীপাঠ শুরু হয়েছে।' রাজবাড়ির পুজোতে বলি হয় প্রতিবছরই। সপ্তমীতে পাঁঠাবলি হবে। অষ্টমী ও সন্ধিপুজোতেও পাঁঠাবলি বাধ্যতামূলক। রাজবাড়ির পুজোর নিয়ম অনুসারে সপ্তমীর শেষে অষ্টমীতে পদার্পণের পর অর্ধরাত্রিতে পুজো হবে। নবমীতে দেবীর উদ্দেশে পাঁঠা, হাঁস, পায়রার পাশাপাশি চালকুমড়ো ও আখ বলি দেওয়া হয়। প্রসাদের থালায় সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত স্থান পাবে পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, ভাত, পাঁচ রকম মাছ ও নানারকমের ফল। ভোগের জন্য ইতিমধ্যেই বোয়াল, কাতলা, রুই, ইলিশ এবং পাবদা মাছের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। অষ্টমীতে খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হবে। রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে উপস্থিত দর্শনার্থীদের হাতে ভোগের প্রসাদ তুলে দেবে রাজবাড়ি কর্তৃপক্ষ।

দেবীবরণ ঃ সমতলকে টেক্কা দিল পাহাড়। শিলিগুড়িতে এখনও কান পাতলে শোনা যায় মণ্ডপে পেরেক পোঁতার আওয়াজ। সেখানে দার্জিলিংয়ে শুরু হয়ে গেল দুর্গাপুজো। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ম্যালের পুজোর উদ্যোক্তা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দার্জিলিং-এর টাউন কমিটি। বুধবার এই পুজোর উদ্বোধন করেন দলের সভাপতি তথা জিটিএ-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিনয় তামাং। তাঁর বক্তব্য, পুজো উপলক্ষ্যে পাহাড়ে আসা শুরু হয়েছে পর্যটকদের। তাঁদের পুজোর আনন্দ দিতেই এই উদ্যোগ। ছবি ঃ মৃণাল রানা

রেল দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১০ অক্টোবর ঃ কিশনগঞ্জ জেলার টেরাগছ ব্লকের কাজলেটা গ্রামের শ্রমিক অজয় গিরি (৫০)-র উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির কাছে বুধবারের রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। মৃত অজয় গিরি মালদা-দিল্লি নিউ ফরাক্কা এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর জানার পরে তাঁর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বীণাদেবী (৩৫) জানান, পঞ্জাবে কাজের উদ্দেশ্যে অন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। এদিন ঘটনার কথা জানতে পেরে বাহাদুরগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক তৌসিফ আলম জানান, মৃতের পরিবার যাতে প্রধানমন্ত্রী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রকের ঘোষিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ পান তার চেষ্টা করা হবে।

চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন

নয়ারহাট, ১০ অক্টোবর ঃ চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন কালীপদ বর্মন নামে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি। তিনি কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষচরু এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বুধবার ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানান তিনি। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে এব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ব্লক প্রশাসন।

উধাও চাঁদা আদায়কারীরা

প্রথম পাতার পর

পুলিশের আসার খবর পেয়েই ওই যুবকরা এলাকা থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। পুলিশের টহল বন্ধ হলেই তারা আবার স্বমূর্তি ধরবে। পুলিশের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোথাও পুজো কমিটির সদস্যরা চাঁদার জুলুম করলে বাতিল হতে পারে ক্লাবের পুজো। কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেনি ক্লাবগুলি। কারণ প্রতিটি ক্লাবের পুজোই হচ্ছে শাসকদলের কোনো না কোনো নেতার নেতৃত্বে। যদিও এদিন সহকারী পুলিশ কমিশনার অচিন্ত্য গুপ্তর নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা শিলিগুড়িতেও বিভিন্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা চাঁদা তুলছিল তাদের সতর্ক করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজো পর্যন্ত তাঁদের এই অভিযান চলতে থাকবে। চাঁদার জুলুম বরদাস্ত করা হবে না।

অসমকে চিঠি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে গোর্খাদের বিচার নয়

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত খসড়া থেকে অসমবাসী যে গোর্খাদের নাম বাদ পড়েছে ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে তাঁদের বিচার করা যাবে না বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। নেপালি বংশোদ্ভূত গোর্খারা নয়, একমাত্র বাংলাদেশিদেরই এই আদালতে হাজির করা হবে। এ বিষয়ে অসম সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজনাথ সিংয়ের দপ্তর সূত্রের খবর, এনআরসির চূড়ান্ত খসড়া থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ গোর্খা সম্প্রদায়ের। এর জেরে অসমের গোর্খা প্রভাবিত এলাকাগুলিতে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অসমে বিদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হলে ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে বিচারের জন্য পাঠানো হয়। গোর্খাদের বিরুদ্ধেও সেই নিয়ম কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অসম সরকার।

রাজ্য প্রশাসনকে লেখা কেন্দ্রের চিঠিতে বলা হয়েছে, সংবিধান বলবৎ হওয়ার সময় এদেশে থাকা গোর্খাদের ভারতীয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। গোর্খাদের মধ্যে যাঁরা এদেশেই জন্মেছেন অথবা যাঁরা ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন মেনে এদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব কোনোভাবেই খারিজ করা যাবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, সবদিক বিচার করেই রাজ্যকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ১৯৫০ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল, তাতে ভারতীয় ও নেপালিরা চাইলে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে একে অন্যের দেশের নাগরিকত্ব পেতে পারেন। চুক্তি অনুযায়ী, নেপালিদের ভারতে বসবাস, সম্পত্তি কেনা বা বাণিজ্য করার অধিকার রয়েছে। তাই চুক্তি মেনেই নেপালি বংশোদ্ভূত গোর্খাদের ভারতে থাকার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতেই অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরির কাজ চলছে। সেই তালিকায় নাম না ওঠার দায়ে গোর্খাদের ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে হাজির করা যাবে না।

গোর্খাদের মধ্যে যাঁরা এদেশেই জন্মেছেন অথবা যাঁরা ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন মেনে এদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব খারিজ করা যাবে না।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, গোর্খাদের কয়েকজন, যাঁদের ভোটাধিকার নেই, তাঁরা এনআরসিতে নাম তোলার চেষ্টা করেছিলেন, যা ১৯৫০ সালের চুক্তির বিরোধী। অসমে বসবাসকারী গোর্খাদের ভোটাধিকার সমস্যার সমাধানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে কেন্দ্র। কতজন গোর্খাকে ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে পাঠানো হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেশের জন্য অসম গোর্খা স্টুডেন্টস ইউনিয়নকে বলা হয়েছে।

শৌচালয়ের দাবিতে বিক্ষোভ

চোপড়া, ১০ অক্টোবর ঃ সদর চোপড়ায় সুলভ শৌচালয়ের দাবিতে সরব হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার স্থানীয়দের একাংশ বিডিও অফিসে এ ব্যাপারে জোরালো দাবি তুলে বিক্ষোভে শামিল হন। অভিযোগ, এলাকায় কোনো সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। শৌচালয়ের অভাবে মহিলাদের ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিছুদিন আগে বিডিও অফিস চত্বরে একটি সুলভ শৌচালয় চালু করা হলে সেটিও ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে পড়ায় এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সমস্যার বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এমনকি প্রশাসনের নজরে এনেও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এলাকায় দিনের পর দিন অবাধে সরকারি জমি জবরদখল চলছে। তবে বিডিও অফিস থেকে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মেকআপ আর্টিস্ট

প্রথম পাতার পর

কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী সুশীল পাল জানান, মহিলারা দুর্গা সেজে ফোটো তোলার জন্য আমাদের কাছে এসে ত্রিনয়ন আঁকিয়ে দেওয়ার জন্য বলে। কাজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি যতটা সম্ভব করে থাকি। কারণ মাটির ঠাকুরকে সাজাতে সাজাতে মনে হয় দেবীবেশে নারীদের মধ্যেই মায়ের সত্তা রয়েছে। তাই কখনও ফিরিয়ে দেইনা। অন্যদিকে, কুমোরটুলি মৃৎশিল্পীদের সংগঠনের সম্পাদক অশোক পাল জানান, কুমোরটুলি এখন ফোটো স্টুডিয়ো। বিভিন্ন জায়গা থেকে পুজোর সময় মানুষ এসে এখানে ছবি তুলছেন। এতবছরে পুজোর আগে কুমোরটুলির এই চিত্র চোখে পড়েনি। তবে অনেকে বলছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে জ্যান্তদুর্গাদের ছবি দেখেছেন শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড়ো কুমোরটুলি রয়েছে শিলিগুড়িতেই। তবে সেভাবে এখানকার প্রচার নেই। তাই বিভিন্ন জায়গার জ্যান্তদুর্গাদের পুজোথিম ফোটোশুটের মাধ্যমে আমাদের এখানকার ভালোই প্রচার হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে পুজোর উপরি পাওনা।

পুজোর মুখে বন্ধ তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অধীনস্থ বিকো লরি সংস্থা ও কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচার্স কর্পোরেশন লিমিটেড (এনজেএমসি) ও তার সহযোগী সংস্থা বার্ডস জুট অ্যান্ড এক্সপোর্ট লিমিটেড বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রুগ্‌ণ দশায় ছিল এই সংস্থাগুলি। বহু চেষ্টা করেও লাভের মুখ দেখা সম্ভব হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে চিরতরে সংস্থাগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্তে মত দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা।'

উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালে ভারতে খনিজ ও পরিশুদ্ধ তেলের উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিকো লরি সংস্থা তৈরি করা হয়। কলকাতায় মূল অফিস ও কারখানা ছাড়াও দিল্লি, মুম্বই ও লখনউয়ের শাখাতে কাজ করেন কয়েক হাজার কর্মী। পাশাপাশি, এনজেএমসি ও তার সহায়ক সংস্থা বিজেইএল-এর প্রধান অফিসও কলকাতায়। কাঁকিনাড়া ও খড়দহতে এই দুই সংস্থার ইউনিটে কর্মীসংখ্যা যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন বাম সাংসদ মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করছি। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পরিবেশ বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে কেন্দ্র। সেলিম বলেন, এর আগে কার্সিয়াংয়ের রেলের টিকিট প্রিন্টিং প্রেস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেউলিয়া ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আসানসোলের হিন্দুস্থান কেবলস বা হাওড়ার বার্ন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড। কেন্দ্র চাইলে এই সংস্থাগুলির সংস্কার করতে পারত।'

ধেয়ে আসছে তিতলি

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশে তিতলির কারণে ভারী বৃষ্টিপাত ও দুর্যোগের সতর্কবার্তা জারি করেছে। এছাড়া, ওড়িশাতেও বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে তারা জানায়। দপ্তর সূত্রে খবর, ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় তিতলি। ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতিবেগে বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আছড়ে পড়তে পারে এই ঝড়। এর জন্য বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। কলকাতা ও দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুরেও ভারী বৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

যেহেতু ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকা সম্ভাব্য বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, তাই খুর্দা রোড ও বিজয়নগরমের মধ্যে বুধবার রাত দশটা থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। উত্তরপ্রদেশ ও হাওড়া-খড়গপুর থেকে আসা ট্রেনগুলিকে ভদ্রকের পর থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওড়িশার মুখ্যসচিব আদিত্যপ্রসাদ পয়োধি জানিয়েছেন, সব স্কুল-কলেজ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে আপাতত ১২ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। কবে স্কুল-কলেজ খুলবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। ১১ ও ১২ অক্টোবর রেল ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের বেশ কয়েকটি চাকরির পরীক্ষা ছিল। কিন্তু সেইসব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

কিন্তু তার আগেই পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। শুধু ওড়িশাতে যায় যেসব ট্রেন সেগুলির সময়সূচি পরিবর্তন করায় বিপদে পড়েছেন রেলের পরীক্ষার্থীরা। সেই বিক্ষোভে হাওড়া স্টেশনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দফায় দফায় বিক্ষোভ ও অবরোধ চলতে থাকে। এমনকি নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। এর জেরে হাওড়া শাখায় দূরপাল্লা ট্রেনের পাশাপাশি লোকাল ট্রেন চলাচলও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।